সংবাদ

তারিখ ... 17 MAY 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

চবিতে ছাত্রলীগের কলহের জের

অবরুদ্ধ ক্যাম্পাস : অচল শিক্ষা কার্যক্রম

- রেললাইনের স্লিপারে আগুন
- শাটল ট্রেন বন্ধ

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাসির হায়দার বাবুলকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দাবিতে ছাত্রলীগের একাংশের ডাকা অবরোধে চতুর্থ দিনের মতো অবরুদ্ধ হয়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। প্রক্টরের পদত্যাগসহ সাত দফা দাবিতে গত বুধবার থেকে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন ছাত্রলীগ সভাপতি মামুনুল হকের অনুসারী নেতাকর্মীরা। গতকাল অবরোধের সমর্থনে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা নন্দীরহাট এলাকায় রেললাইনের স্লিপারে আগুন ধরিয়ে দেয়। অন্যদিকে পরিবহন দফতরের সামনে ৯টি শিক্ষক বাসের ইঞ্জিনে সুপারগ্লু (এক ধরনের আঠা) দিয়ে বাসের ইঞ্জিন বিকল করে দেয় দুর্বৃত্তরা। তবে শিক্ষক বাসের ইঞ্জিনে সুপারগ্লু লাগানোর ঘটনা কারা ঘটিয়েছে তা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ ধারণা করছে, অবরোধকারীরা এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে। পরিবহন দফতরের উপ-পরিচালক (চুক্তিভিত্তিক) মো. রবিউল আলম শিক্ষক বাসে সুপারগ্লু লাগানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ষোলশহর রেলস্টেশনে ছাত্রলীগের অবরোধকারী অংশের মাত্র ৫/৭ জন নেতাকর্মী 'পটকা'

শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

শিক্ষা : কার্যক্রম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফাটিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করেন। এ সময় রেলস্টেশন চত্বরের মাত্র কয়েক গজ দূরে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকলেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ষোলশহর রেলস্টেশন মাস্টার সাহাবুদ্দিন সংবাদকে বলেন, শনিবার ভোরে নন্দীরহাট এলাকায় রেললাইনের স্লিপারে কে বা কারা আগুন ধরিয়ে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় রুটে কোন ট্রেন চলাচল করছে না বলে জানান তিনি। ট্রেন চালকদের নিরাপত্তার কথা ভেবে বিশ্ববিদ্যালয় রুটে ট্রেন চালানো বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছেন 'বাংলাদেশ রেলওয়ে রানিং স্টাফ ও কর্মচারী সমিতি'।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় উপাচার্য দফতরের সভাকক্ষে এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম বজায় রাখার অনুরোধ জানানো হয়। আন্দোলনকারীদের দাবিগুলোর ব্যাপারে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে ইতোমধ্যে নেয়া উদ্যোগগুলোর যৌক্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করে, আন্দোলনকারীদের কর্মসূচি দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখার আহ্বান জানানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিন্ডিকেট সদস্য ড. সৌরেন বিশ্বাস, কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের ডিন ড. ইমরান হোসেন, ছাত্র উপদেষ্টা প্রফেসর ড. খান তৌহিদ ওসমান, শিক্ষক সমিতির সভাপতি বেনু কুমার দে, সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উত্তর) মো. শহিদুল্লাহ, এএসপি (সদর) মো. তারিকুল ইসলাম, হাটহাজারী মডেল থানার ওসি মো. ইসমাইল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ইঞ্জিনিয়ার মো. আলমগীর চৌধুরী, প্রক্টর সিরাজ-উদ-দৌল্লাহ প্রমুখ।

সরেজমিনে বিভিন্ন অনুষদ ঘুরে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অলস সময় কাটাচ্ছেন। অবরোধের কারণে বিভিন্ন বিভাগের শনিবারের পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে ছাত্রলীগের একাংশের নেতাকর্মীদের অবরোধ কর্মসূচির প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন ছাত্রলীগের অপর অংশের নেতা-কর্মীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলস্টেশন চত্বর থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে প্রশাসনিক ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বক্তারা বলেন, বহিরাগত ও ছাত্রলীগ নামধারী শিবিরের এজেন্টদের দ্বারা চালিত বিগত চার দিনের অবরোধে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। বক্তারা অভিযোগ করেন, অবরোধের সঙ্গে জামায়াত-শিবিরের প্রত্যক্ষ মদদ এবং অংশগ্রহণ রয়েছে। কারণ তাদের অবরোধের ধরনের সঙ্গে জামায়াত শিবিরের অবরোধের মিল রয়েছে।

প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার পেছনে প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় কিছু কর্তাব্যক্তিকে দোষারোপ করে ছাত্রলীগ নেতারা বলেন, তারা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অস্ত্র ও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের দিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন নিয়ে ছেলেখেলায় মেতে উঠেছেন। সমাবেশে তাদের দেয়া ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম শেষ হওয়ার আগেই যদি অবরোধের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, তবে আল্টিমেটাম শেষ হওয়া মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সব দাফতরিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তারা।

সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক হাবিবুর রহমান রবিন, উপ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সরোয়ার পারভেজ রনি, ছাত্রলীগ নেতা ফরহাদ হোসেন, মোর্শেদ আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সিরাজ-উদ-দৌল্লাহ সংবাদকে বলেন, আমরা উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। তবে অবরোধকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।